সমকাল

তারিখ ..09 DEC 2016.....
পৃষ্ঠা ..৩... কলাম.....২......

৩৪ বিশিষ্টজনের বিবৃতি

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন অর্থহীন ও বৈষম্যমূলক

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন-২০১৬ বৈষম্যমূলক ও শিশু অধিকার পরিপন্থী বলে মনে করেন বিশিষ্টজন। তারা বলছেন, কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনকে বৈধতা দেওয়া হলে শিক্ষার সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা এ কথা বলেন। এতে স্বাক্ষর করেছেন দেশের ৩৪ বিশিষ্ট নাগরিক।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ''স্বাধীনতার চার দশক পরে 'শিক্ষা আইন' চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাই। সম্প্রতি গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত সংবাদে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, খসড়া শিক্ষা আইনে 'কোচিং, প্রাইভেট টিউশন ও গাইড বই'কে সহায়ক পুস্তিকা নামে বৈধতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনের খসড়ায় প্রাইভেট টিউশনসহ 'ছায়া শিক্ষা'র কথা বলা হয়েছে। 'ছায়া শিক্ষা' বলতে 'সরকারি বা স্বীকৃতি পাওয়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষকের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন অর্থহীন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

উদ্যোগে একাধিক শিক্ষার্থীকে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অর্থের বিনিময়ে পাঠদান কার্যক্রমকে বোঝাবে।' এ ছাড়া খসড়া আইনে অনুমোদন ছাড়াই সহায়ক পুস্তক প্রকাশের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা নোট ও গাইড বইয়ের বিকল্প এবং সহায়ক বা অনুশীলনী বই নামে পরিচিত। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে দেখলাম যে, সাধারণ জনগণের চূড়ান্ত মতামত প্রদানের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটিতেও (এপ্রিল ২০১৬) এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন জনমতকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধারাগুলো কী কারণে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়।"

বিবৃতিতে বলা হয়, 'শিক্ষায় অগ্রগতির বিষয়ে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের পরেও যদি শিক্ষা আইনে এই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় তা হবে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিপর্যয়কর এবং শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকারের সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হবে, পারিবারিক পর্যায়ে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোচিংকে বৈধতা দেওয়া হলে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন, পাঠদান পদ্ধতি সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তখন শিক্ষকরা ছুটবেন স্কুল-কলেজের বাইরে কোচিং করাতে, অভিভাবকরা প্রাণপণ ব্যয় করে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার বাজারে ছোটাছুটি করবেন আর আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কোচিং-বাণিজ্যের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বে। এটি সম্পূর্ণভাবে বৈষম্যমূলক ও শিশু অধিকারের পরিপন্থী।'

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রামেন্দু মজুমদার, সেলিনা হোসেন, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, কামাল লোহানী, মামুনুর রশীদ, ম. আখতারুজ্জামান, এম. হাফিজউদ্দীন খান, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আয়শা খানম, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আবুল মোমেন, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, ইলিয়াস কাঞ্চন, এ্যারোমা দত্ত, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এমএম আকাশ, রাশেদা কে. চৌধুরী, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ড. মনজুর আহমেদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, খুশী কবির, এ এন রাশেদা, অধ্যাপক শফি আহমেদ, ডা. এজাজুল ইসলাম, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, ফারাহ কবীর, রোকেয়া কবির, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।